আকাইদ

লেখকঃ উমার ইবনু মুহাম্মাদ আন-নাসাফী রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ- মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ

(১) সফিস্টদের (sophist) বিপরীতে আহলুল হক্ক বলেনঃ বস্তুসমূহের বাস্তব অস্তিত্ব বিদ্যমান। এব্যাপারে জ্ঞানও সুপ্রমাণিত।

(২) সৃষ্টির জানার মাধ্যম হল তিনটিঃ সুস্থ ইন্দ্রিয়, সত্য সংবাদ,আকল (বোধশক্তি)।

(৩) ইন্দ্রিয় পাঁচটিঃ শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, স্বাদ ও স্পর্শ।

(৪) এই ইন্দ্রিয়গুলোর প্রত্যেকটি সে জিনিসই উপলব্ধি করতে পারে যেজন্য সেটিকে

গঠন করা হয়েছে।

(৫) সত্য সংবাদ দুপ্রকার। একটি হল খবরে মুতাওয়াতির। এটি এমন ব্যক্তিসমষ্টি থেকে মুখনিঃসৃত সুসাব্যস্ত সংবাদকে বলে যারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মিথ্যা বলবেন এমনটা কল্পনা করা যায় না। এটি সুনিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে। যেমনঃ অতীতকালের বিভিন্ন বাদশাহ এবং দূরবর্তী বিভিন্ন শহরের জ্ঞান। দ্বিতীয় প্রকার হল রাসূলের সংবাদ যিনি মু'জিযা দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত। এটি দালীলিক (deductive/অবরোহী) জ্ঞানকে আবশ্যক করে। এ পদ্ধতিতে সাব্যস্ত জ্ঞান নিশ্চয়তা ও অকাট্যতার দিক থেকে সুনিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত জ্ঞানের সদৃশ।

(৬) আকল (বোধশক্তি)ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম। আকলে যেটি স্বতঃসিদ্ধভাবে (intuitively) সাব্যস্ত হয় সেটি সুনিশ্চিত। যেমনঃ ‘প্রত্যেক বস্তু সেই বস্তুর অংশ থেকে বড় হওয়া’র জ্ঞান।

(৭) আকলে যেটি দালীলিকভাবে (deductively) সাব্যস্ত হয় সেটি ইকতিসাবি (acquired /অর্জিত)।

(৮) ইলহাম (inspiration/ঐশী প্রেরণা) কোনকিছুর বিশুদ্ধতা জানার মাধ্যম নয় আহলুল-হক্কের নিকট।

(৯) জগৎ তার সমস্ত উপাদানসহ সৃষ্ট। কেননা এটি ‘আইন’ (substance/স্বকীয় বস্তু) এবং ‘আরাধ’ (attribute/বস্তুর গুণ) এর সমষ্টি। ‘আইন’ হল যার স্বক্বীয় অস্তিত্ব আছে। সেটি যৌগিক অথবা অযৌগিক হয়। যেমনঃ ‘জাওহার’ (মৌল), এমন কণা যেটি আর বিভাজিত হয় না। ‘আরাধ’ হল যার স্বকীয় অস্তিত্ব নাই। তা বিভিন্ন ঘনবস্তু এবং মৌলসমূহের মধ্যে সৃষ্টি হয়। যেমনঃ বিভিন্ন রঙ, কাউন (স্থিতি, গতি ইত্যাদি), স্বাদ ও ঘ্রাণসমূহ।

(১০) জগৎকে সৃষ্টিকারী হলেন আল্লাহ তাআলা। যিনি একক, অনাদি, চিরঞ্জীব, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, স্বাধীন ইচ্ছা-ইরাদার অধিকারী, কোন বৈশিষ্ট্য (আরাধ) নন, ঘনবস্তু নন, মৌল নন, অঙ্কনযোগ্য নন, সসীম নন, সাংখ্যিক নন, অংশবিশিষ্ট নন, বিভাজিত নন, অন্তহীন। না তিনি হাকিকত দ্বারা বর্ণনাযোগ্য, আর না ধরন দ্বারা। তিনি স্থানে (space) অবস্থান করেন না আর না তার উপর কোন সময় (time) অতিবাহিত হয়। কোনকিছুই তার সদৃশ নয়। কোনকিছুই তার ইলম (জ্ঞান) এবং কুদরত (শক্তি) এর বাইরে নয়।

(১১) তার স্বত্তায় রয়েছে চিরন্তন গুণাবলী। সেগুলো তিনি নন আর না তার থেকে বিচ্ছিন্ন। এগুলো হল জ্ঞান, শক্তি, জীবন, সামর্থ্য, শ্রবণ, দর্শন, ইচ্ছা, চাওয়া, কর্ম, সৃষ্টি

করা, রিজিক প্রদান, কথা। তিনি এমন বাণী দ্বারা কথা বলেন যে বাণী তার একটি গুণ, চিরন্তন। যেটি অক্ষর এবং আওয়াজ জাতীয় নয়। এই গুণ চুপ থাকা এবং অক্ষমতা (বোবাত্ব ইত্যাদির) সাথে সাংঘর্ষিক। আল্লাহ তাআলা এই গুণেই কথা বলেন, আদেশ করেন, নিষেধ করেন, সংবাদ দেন।

(১২) কুরআন আল্লাহ তাআলার বাণী, অসৃষ্ট। তা আমাদের মুসহাফে লিখিত, আমাদের ক্বলবে সংরক্ষিত, আমাদের যবানে পঠিত, আমাদের কর্ণ দ্বারা শ্রুত। (তবে) এসবে প্রবিষ্ট নয়।

(১৩) তাকবীন (সৃজন) আল্লাহ তাআলার একটি অনাদি গুণ। এটি আল্লাহ তাআলা নিজ জ্ঞান এবং ইচ্ছানুসারে জগৎ এবং জগতের প্রতিটি উপাদানকে অনাদিকালে নয় বরং তার অস্তিত্ববান হওয়ার সময়ে সৃষ্টি করাকে বলে। আমাদের মতে এটি (এই গুণ) 'সৃজিত' নয়।

(১৪) ইরাদা (ইচ্ছা) আল্লাহ তাআলার সত্তায় রয়েছে এমন একটি অনাদি গুণ।

(১৫) আল্লাহর দর্শন বর্ণনা দ্বারা সুসাব্যস্ত, আকলও অসম্ভব মনে করে না। নকলী দলিল (তথা ক্বুরআন-হাদিস) এসেছে ঈমানদাররা আল্লাহকে আখিরাতে দেখার ব্যাপারে। তাই আল্লাহকে দেখা যাবে তবে কোন স্থানে নয়, মুখোমুখি কোন দিকে নয়, কোন আলোকরশ্মি সংযোগে নয়, দর্শক এবং আল্লাহ তাআলার মাঝে কোন দূরত্ব সাব্যস্ত হয় এমনভাবেও নয়।

(১৬) আল্লাহ তাআলা বান্দার সমস্ত কর্মের সৃষ্টিকর্তা, চাই কুফর হোক বা ঈমান, ইবাদত হোক কিংবা নাফরমানী। এসব কিছুই তার ইচ্ছা, চাওয়া, আদেশ, ফায়সালা এবং নির্ধারণের মাধ্যমেই হয়।

(১৭) বান্দার ইখতিয়ারাধীন (ঐচ্ছিক) বিভিন্ন কর্ম রয়েছে যার উপর ভিত্তি করে তাকে পুরস্কৃত করা হয় কিংবা সাজা দেওয়া হয়।

(১৮) এসবের মধ্যে ভাল (কর্ম) গুলো তার সন্তুষ্টিতেই হয়, আর মন্দ (কর্ম) গুলো তার সন্তুষ্টিতে হয় না।

(১৯) সামর্থ্য কর্মের সাথে (বিবেচ্য)। এটিই প্রকৃত শক্তি যা দ্বারা কর্ম সংগঠিত হয়। এই শব্দ (সামর্থ্যবান) তখনই বলা যাবে যখন মাধ্যম ,উপকরণ, অঙ্গসমূহ সব ঠিকঠাক থাকবে। 'তাকলিফ' (দায়িত্ব অপর্ণ) সঠিক হওয়া এই সামর্থ্যের উপরেই নির্ভর করে।

(১৯) বান্দাকে দায়ী (মুকাল্লাফ) করা যায় না, যে বিষয়ে তার সামর্থ্য নাই।

(২০) কোন মানুষ প্রহারের পর প্রহৃত ব্যক্তির অনুভূত ব্যথা, কোন মানুষ ভাঙার পর

কাঁচপাত্রের ভঙ্গুরতা, এরকম যা কিছু আছে সবই আল্লাহর সৃষ্টি।

(২১) এসব সৃষ্টিতে বান্দার কোন সৃজনশক্তির দখল নাই।

(২২) নিহত ব্যক্তি তার মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়েই মৃত্যুবরণ করবে। মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় একটিই।

(২৩) হারামও রিজিক। প্রত্যেকেই তার নিজের রিজিক সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হবে চাই হালাল হোক বা হারাম। এটা অকল্পনীয় যে কোন মানুষ নিজের রিজিক খাবে না কিংবা অন্যের রিজিক খাবে।আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন, যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন।

(২৪) যেটাই বান্দার জন্য কল্যাণকর সেটিই আল্লাহ তাআলার জন্য ওয়াজিব (অবশ্যকরণীয়) নয়। কাফির এবং কিছু নাফরমান ঈমানদারদের কবরে আযাব, নেককারদের কবরে নিয়ামত প্রদান যা আল্লাহই অবগত এবং যা আল্লাহই ইচ্ছা করেন, মুনকার-নাকীর এর প্রশ্ন করা নকলী দলিলাদী দ্বারাই প্রমাণিত।

(২৫) (কিয়ামতের পর) পুনরুজ্জীবিত হওয়া সত্য। ওজন (আমলকে মাপা) সত্য। আমলনামা সত্য। জিজ্ঞাসাবাদ (হাশরের মাঠে) সত্য। হাউজে কাউসার সত্য। পুলসিরাত সত্য। জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য। এ দুটোই সৃষ্টি, বিদ্যমান, বাকী থাকবে, ধ্বংস হবে না এবং এ দুটোর অধিবাসীরাও ধ্বংস হবে না।

(২৬) কবিরা গুনাহ ঈমানদার বান্দাকে ঈমান থেকে বের করে ফেলে না, কুফরের মধ্যেও প্রবেশ করিয়ে দেয় না।

(২৭) আল্লাহ তার সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না। শিরক থেকে ছোট যেকোনকিছু চাই কবিরা গুনাহ হোক বা সগীরা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।

(২৮) সগীরা গুনাহেও শাস্তি দেওয়া হতে পারে, কবিরা গুনাহও মাফ করে দেওয়া হতে পারে যখন তা হালাল মনে করে করা হবে না। গুনাহকে হালাল মনে করা (ইস্তিহলাল) কুফর।

(২৯) কবিরা গুনাহগারদের জন্য রাসূল এবং নেককারগণের শাফাআত করা প্রমাণিত। ঈমানদারদের মধ্যে কবিরাগুনাহকারীরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না।

(৩০) ঈমান বলা হয় যা কিছু আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে তা আন্তরিকভাবে মেনে নেওয়া এবং তা মুখে স্বীকার করা।

(৩১) আমলসমূহ স্বতঃ বৃদ্ধি পায়। ঈমান বাড়েও না, হ্রাসও পায় না।

(৩২) ঈমান এবং ইসলাম একই (বিষয়)।

(৩৩) যখনই বান্দা থেকে অন্তরে মেনে নেওয়া (তাসদীক্ব) এবং মুখে স্বীকার করা (ইক্বরার) পাওয়া যাবে তার জন্য ‘আমি অবশ্যই ঈমানদার বলা’ শুদ্ধ হবে। এভাবে বলা উচিত না ‘আমি ইনশাআল্লাহ ঈমানদার’।

(৩৪) সৌভাগ্যবানও কখনও দূর্ভোগে পড়তে পারে, দূর্ভাগাও কখনও সৌভাগ্য পেতে পারে। সৌভাগ্য ও দূর্ভাগ্যে পরিবর্তন হয়, সৌভাগ্য ও দূর্ভাগ্য নির্ধারণে (পরিবর্তন) হয় না। এ দুটো আল্লাহর গুণাবলী থেকে দুটো গুণ। আল্লাহতে যেমন কোন পরিবর্তন নাই, তার গুণাবলীতেও পরিবর্তন নাই।

(৩৫) রাসূলদের প্রেরণে (বিশেষ) প্রজ্ঞা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্য হতে মানুষের নিকট রাসূলদের পাঠিয়েছেন সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী আর দ্বীনি-দুনিয়াবি বিষয়াদীর যেসব ব্যাপারে মানুষ(ওহীর) মুখাপেক্ষী সেসব বিষয়াদীর বর্ণনাকারীরুপে।

(৩৬) আল্লাহ তাদেরকে প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গকারী মুজিজাসমূহ দ্বারা সাহায্য করেছেন।

(৩৭) প্রথম নবী হলেন আদম আলাইহিস সালাম। শেষ নবী হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কিছু হাদিসে তাদের সংখ্যার বর্ণনা এসেছে।প্রাধান্য মত হল উল্লেখের সময় কোন সংখ্যায় নির্দিষ্ট না করা। কারণ আল্লাহ বলেন,

“তাদের কতকের বর্ণনা আমি আপনাকে করেছি আর কতকের বর্ণনা আমি আপনাকে দেইনি”

সংখ্যা উল্লেখ নিরাপদ নয়। এতে নবী নয় এমন কাউকে নবীদের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলা কিংবা নবীদের মধ্য হতে কাউকে তাদের তালিকা থেকে বের করে ফেলা হতে পারে। তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর পক্ষ হতে সংবাদদাতা, মুবাল্লিগ ছিলেন। ছিলেন সত্যবাদী, কল্যাণকামী।

(৩৮) আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবী হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

(৩৯) ফেরেশতারা আল্লাহর বান্দা। তাঁর আদেশ পালনকারী। তারা পুরুষত্ব বা নারীত্বের গুণে গুণান্বিত নন।

(৪০) আল্লাহর কিছু কিতাব আছে যা তিনি তার নবীদের উপর নাযিল করেছেন। তাতে তার আদেশ-নিষেধ, সুসংবাদের ওয়াদা, আযাবের ধমকির বর্ণনা আছে।

(৪১) রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু আস-সালামের জাগ্রতবস্থায় সশরীরে আকাশপানে মিরাজের ঘটনা সত্য। অতঃপর উর্ধ্বে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন সে পর্যন্ত গমনও সত্য।

(৪২) আউলিয়াদের কারামত সত্য। ওলীদের শানে প্রাকৃতিক নিয়ম বহিঃর্ভূত কারামত প্রকাশিত হয়। যেমনঃ অল্প সময়ে বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করা,প্রয়োজনের সময় খাদ্য, পানীয়, পোশাক ইত্যাদি প্রকাশ হওয়া। বাতাস এবং পানিতে হাঁটা। বাকহীন জড়পদার্থের সাথে কথা বলা। সাহায্যপ্রার্থীকে বালা (মুসিবত) থেকে বাঁচানো, শত্রু থেকে রক্ষার জন্য জরুরি বিষয়ের আঞ্জাম, এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে। এটি রাসূল (সা) এরই মুজিযা যে তার উম্মত হতে কোন একজনের শানে এ ধরনের কারামত প্রকাশ পায়। কেননা এর মাধ্যমে তার ওলী হওয়া প্রকাশ পায়। আর সে ওলী হবে না যদি না সে তার দ্বীনদারীতে সত্যবাদী হয়। তার দ্বীনদারী হল রাসূলের রিসালাতকে স্বীকার করা।

(৪৩) শ্রেষ্ঠ মানুষ আমাদের নবীর পর আবু বকর সিদ্দীক এরপর উমর আল ফারুক্ব এরপর উসমান যুন-নূরাইন এরপর আলী আল মুরতাজা। তাদের খেলাফতও এই তারতীব অনুযায়ী।

(৪৪) খেলাফত (রাশেদা) ত্রিশ বছর, এরপর রাজত্ব এবং শাসন।

(৪৫) মুসলিমদের জন্য একজন ইমাম থাকা জরুরি। যিনি প্রতিষ্ঠিত হবেন তাদের আইন-কানুন বাস্তবায়ন, হুদুদ প্রতিষ্ঠা, বিবাদ দূরীকরণ, সৈন্যবাহিনী প্রস্তুতকরণ, যাকাত গ্রহণ, ডাকাত, চোর, দুর্বৃত্তদের শাস্তি প্রদান, জুমা ও ঈদের সালাতসমূহ প্রতিষ্ঠা, বান্দাদের মধ্যে সংগঠিত বিবাদ নিরসন, হুকুকের ব্যাপারে প্রদেয় সাক্ষ্যগ্রহণ, সগীরদের বিবাহ করিয়ে দেওয়া, সগীর বলা হয় যাদের অভিভাবক নাই, গণিমত বন্টন ইত্যাদির মাধ্যমে।

(৪৬) ইমামের হওয়া উচিৎ প্রকাশ্য। গোপনও নয়, অপেক্ষারতও নয়। কুরাইশ থেকে হওয়া (আবশ্যক)। কুরাইশ ব্যতীত অন্যদের জায়েজ নাই। তবে বনু হাশিমের সাথে খাস না।

(৪৭) ইমামের মা'সূম হওয়া শর্ত নয়। তার সময়ের সবচেয়ে উত্তম হওয়াও শর্ত না। তবে সাধারণ পূর্ণ অভিভাবকত্বের যোগ্য হওয়া শর্ত। দারুল ইসলামের হুদুদ সংরক্ষণ, আইনকানুন প্রতিষ্ঠা, জালেম থেকে মাজলুমের ইনসাফ রক্ষায় সক্ষম, দক্ষ হওয়া শর্ত।

(৪৮) ফিসক এবং অন্যায়ের কারণে ইমাম বহিঃস্কৃত হয়ে যান না।

(৪৯) প্রত্যেক নেককার এবং বদকারের পেছনে সালাত জায়েজ।

(৫০) প্রত্যেক নেককার এবং বদকারের জানাযাও পড়া হবে।

(৫১) সাহাবাদের আলোচনার সময় ভাল ব্যতীত অন্য সবকিছু (মন্দ আলোচনা) থেকে রুখে থাকতে হবে।

(৫২) আমরা দশজন সুসংবাদপ্রাপ্তের সাক্ষ্য দেই যাদেরকে নবিজী আলাইহিস সালাতু

ওয়াস-সালাম সুসংবাদ দিয়েছেন।

(৫৩) সফর এবং হাজর উভয়ক্ষেত্রেই মোজার উপর মাসেহ বৈধ মনে করি আর খেজুরের নাবীযকে হারাম বলি না।

(৫৪) ওলী কখনো নবীর স্তরে পৌছতে পারবে না।

(৫৫) বান্দা কখনো এমন স্তরে পৌছবে না যেখানে আদেশ-নিষেধ তার জন্য বাদ পড়ে যাবে।

(৫৬) নসসমূহ তার বাহ্যিকতার উপরেই গ্রহণ করতে হবে। এ থেকে মুখ ফিরিয়ে এমন অর্থের দিকে যাওয়া ইলহাদ (দ্বীনবিকৃতি), যেসব অর্থের দিকে বাতেনীরা গিয়েছে।

(৫৭) নুসূসকে রদ করা কুফর।

(৫৮) গুনাহকে হালাল মনে করা কুফর এবং তাকে তুচ্ছ মনে করাও কুফর। শরীয়তের বিষয়ে ঠাট্টা করা কুফর। আল্লাহ তাআলা থেকে নিরাশ হওয়া কুফর। আল্লাহ থেকে নির্ভয় হয়ে যাওয়াও কুফর। গণককে সত্যায়ন করা তার গায়েবী সংবাদ দেওয়ার ব্যাপারে এটিও কুফর।

(৫৯) অস্তিত্বহীন কোন বস্তু হয় না।

(৬০) মৃতদের জন্য জীবিতদের দোয়া এবং মৃতদের পক্ষ হতে জীবিতদের সদকা মৃতদের জন্য উপকারী।

(৬১) আল্লাহ তাআলা দুআতে সাড়া দেন, প্রয়োজনসমূহ পূরণ করেন।

(৬২) নবিজী আলাইহিস সালাতু ওয়াস-সালাম কিয়ামতের আলামতসমূহ থেকে যা কিছু সংবাদ দিয়েছেন সবই সত্য। সেগুলো হল দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ, ইয়াজুজ-মাজুজ বের হওয়া, আসমান থেকে ঈসা আলাইহিস সালামের নাযিল হওয়া, সূর্য পশ্চিম থেকে উদয় হওয়া।

(৬৩) মুজতাহিদ কখনো ভুল করে কখনো সঠিক হয়।

(৬৪) মানুষের রাসূল ফেরেশতাদের রাসূল থেকে উত্তম। সাধারণ মানুষ থেকে ফেরেশতাদের রাসূল উত্তম। সাধারণ মানুষ সাধারণ ফেরেশতা থেকে উত্তম।